দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

গাছতলায় ক্লাস

গত সাত বছর ধরে অনন্তপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস বসছে গাছতলায়। কারণ, ধসে পড়তে পারে বলে বিদ্যালয় ভবনটি পরিত্যক্ত হয়েছে। গাছতলায় ক্লাস বসে বলে বৃষ্টির দিনে মাঝে মাঝে স্কুল ছুটি হয়ে যায়। কখনও বা ক্লাস বসে মসজিদের চৌহদ্দিতে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ পুরনো ভবনটি প্রভাবশালীদের গোয়ালঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গতকাল দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত একটি খবরের সারাংশ। খবরে কিছু নাটকীয়তা আছে কিন্তু নতুনত্ব নেই। গাছতলায় ক্লাস নেবার কাহিনী পুরাতন। ভাবতে বিস্ময় লাগে শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের উদাসীনতা সত্ত্বেও আজও দূর গ্রামে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ক্লাস চলে, শিক্ষার চর্চা চলে।

যদি শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গাছতলায় ক্লাস অনুষ্ঠিত হত তাহলে বলার কিছু ছিল। ক্লাস ঘরের বন্দীদশা থেকে মুক্তি নিয়ে শিশু ছাত্র-ছাত্রীরা যদি গাছতলার অবাধ ও উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার পাঠ নিত, তাহলে বলার কিছু ছিল না। শিক্ষাদান পদ্ধতির বিধিনিষেধমূলক আঁটসাঁট ব্যবস্থা থেকে শিশু মনকে কখনও কখনও মুক্তি দেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু বন্ধন থেকে মুক্তির অংশ যখন বড় হয়ে ওঠে—তখনই শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। গাছতলা থেকে অন্যত্র দৌড়ঝাঁপ করে শিশুরা লেখাপড়ায় কতখানি মনোযোগ দিতে পারবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তারা পটুয়াখালীর কলাপাড়া থানার অনন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি দুর্ঘটনার আশঙ্কায় পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তাতে লেখাপড়া হোক আর না-ই হোক, ছেলেমেয়েদের জীবনের নিরাপত্তা মিলবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেন দীর্ঘ সাত বছরেও বিদ্যালয় ভবনটি মেরামত কিংবা বিকল্প বিদ্যালয় ভবন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন না, সে কথাই বিস্ময়কর। আসলে, লেখাপড়া এখনও আমাদের ধাতে সয় না।

পরিত্যক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন এখন গোয়ালঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এ খবরে বিরক্ত হলেও বিস্মিত হবার কোন অবকাশ নেই। এ ধরনের ঘটনা বহুদিন ধরেই আমাদের সমাজে ঘটছে। এবং সে কারণেই প্রাথমিক শিক্ষা ওই ধরনের একটা প্রক্রিয়ার তুলনীয় হয়ে আছে।

আমরা আশা করব, পটুয়াখালীর অনন্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে এবং বিদ্যালয় ভবনটি মেরামত বা নতুনভাবে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এই অবহেলা আমাদের সমাজের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না।